যে জন অনন্য হইয়া অনবরত আমাকে চিন্তা করতঃ সম্যগ্‌রূপে উপাসনা করে, সেই নিত্য-অভিযুক্তমনা ভক্তগণের যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি), ক্ষেম, (প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা) আমি মাথায় করিয়া বহন করিয়া থাকি। যাহারা অন্যদেবতার ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধাযুক্তহৃদয়ে সেই সেই দেবতান্তরকে উপাসনা করে, হে কৌন্তেয়! তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই ভজন করিয়া থাকে। 'অবিধি' পদের অর্থ—যে বিধানে উপাসনা করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, সে উপায়টি তাহারা অনুষ্ঠান করে না। যেহেতু রজঃ ও তমোগুণে আবৃত ব্রহ্মের উপাসনায় কখনও মুক্তি হইতে পারে না, অনাবৃত-ব্রহ্ম আমার সাক্ষাৎ ভজনে মোক্ষ হইয়া থাকে। তাহারা এ সকল বিধি না জানিয়াই সেই সেই দেবতার উপাসনা করিতে থাকে। এই অব্যবহিত দুইটি বাক্যে অন্বয় (বিধিমুখে), ব্যতিরেক (নিষেধমুখে) উক্তিতে অনন্যশব্দে অন্যদেবতার উপাসনারহিত হইয়া ভগবদ্ভজনের উপদেশই উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে অন্য দেবতাকে ভজন না করিয়া সাক্ষাৎরূপে ভগবদ্ভজনের নামই অনন্যতা।

শ্রীভগবদ্গীতায় এই প্রকারেই অনন্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবহিতো হি সঃ॥

অনন্যদেবতার উপাসক সুদুরাচার হইয়াও যদি আমাকে ভজে, তাহা হইলে তাহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে; যেহেতু সে ভক্তি করিলেই যে সর্ব্ব অনর্থ নিবৃত্ত হয়—এবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। এই শ্লোকে অনন্য দেবতার উপাসক এবং একমাত্র ভগবদুপাসককেই সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই সাক্ষাদ্ভক্তির মহাদুর্জ্ঞেয়ত্বও উক্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদু ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধর-চারণাদয়ঃ॥ ৬।৩।১৯।

ধর্ম্মরাজ যম নিজদূতগণকে কহিলেন—সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কিন্তু ঋষিগণ, দেবগণ, সিদ্ধমুখ্যগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ জানে না; বিদ্যাধর, চারণগণ যে জানে না—তাহা আর কি বলিব? এই শ্লোকটিতে শ্রীভগবদ্ভক্তির মহাদুর্জ্ঞেয়ত্ব দেখান হইয়াছে।

যেঽভ্যার্থতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্নাঃ জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য সংমোহিতা বিবতয়া বত মায়য়া তে॥
৩।১৫।২৪

শ্রীব্রহ্মা সনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন—হে বৎসগণ! যে মানবজন্মে